মাকে যেমন পেয়েছি

নীলাঞ্জনা বন্দোপাধ্যায়

1983 সালে আমার বিয়ে হয়। আমার বয়স তখন ছাব্বিশ। তখনও অবদি আমার শাশুড়িমা (শ্রীমতি প্রীতি বন্দোপাধ্যায়) এর সঙ্গীত জীবন, বামপন্থী রাজনৈতিক অতীত সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। পরে, আমার স্বামী পার্থ বন্দোপাধ্যায় ও পরিবারের অন্য সদস্যদের টুকরো টুকরো কথা, বিভিন্ন লেখাপত্র, টিভি সাক্ষাৎকার থেকে মানুষটির একটা ছবি মনের মধ্যে রূপ পাচ্ছিল।

প্রায় তিরিশ বছর মার সান্নিধ্যে থেকে লক্ষ্য করেছি প্রায় এক সন্ন্যাসী সুলভ নিস্পৃহতা ছিল মার নিজের কর্মোজ্জ্বল অতীতের প্রতি। যে কোন মানুষের সঙ্গে, সে যত বিশিষ্ট বা অখ্যাতই হোক, আলাপচারিতায় নিজেকে মেলে ধরার বিষয়ে মার কোন প্রয়াস কখনো দেখিনি, যা আজকের সর্বাত্মক আত্মপ্রচারের যুগে প্রায় রূপকথা বলে মনে হয়। মার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমায় সারা জীবন মুগ্ধ করে রেখেছিল।

মার সঙ্গীত সাধনা বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক লেখালিখি, গবেষণা হয়েছে, হয়তো আরো হবে। কিন্তু সাংসারিক জীবনে ,আটপৌরে দিন যাপনের ক্ষেত্রেও মানুষটাকে যত জেনেছি তত বিস্মিত হয়েছি।

মা ছিলেন রাজশাহীর নাম করা জমিদারবাড়ির মেয়ে। অথচ দিন কাটিয়েছেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে। পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি আকর্ষণ ছিলনা বললেই চলে।। নিজে পছন্দ করে, ভালবেসে নিজের জন্য কিনে আনছেন দামি শাড়ি বা শাল ,এ দৃশ্য আমার বিবাহিত জীবনে দেখিনি। বিয়েবাড়ি থেকে বিশিষ্ট গুণীজন শোভিত সভায় মা অনায়াসে সাদামাটা সুতির শাড়ি পরে যাতায়াত

করতেন। হয়তো তার রাজনৈতিক মতাদর্শই জন্ম দিয়েছিল এই সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার।

মার রোজকার খাওয়া দাওয়াও ছিল যৎসামান্য। এক কাপ হরলিক্স দিয়ে দিন শুরু। বেলা দশটা নাগাদ একটা সন্দেশ। ঘড়ি ধরে বেলা সাড়ে বারোটায় এক মুঠোর চাইতেও কম ভাত, ডাল, তরকারি, এক পিস মাছ।

বিকেলে আবার একটি সন্দেশ। রাতে দিনের চাইতেও কম ভাত ও আনুসঙ্গিক যা থাকত। আজীবন মাকে খাদ্যের চাইতে হজমের ওষুধ বেশি খেতে দেখেছি।

মার কাছে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছি। মতান্তর যে হয়নি তা নয়। আমার বহু অসমীচিন আচরণ মাকে দুঃখ দিলেও মা তা অতিক্রম করেছেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দিয়ে। মার শরীর ছিল ফড়িং এর মত চিকণ, মেদ বর্জিত। জীবনী শক্তি ছিল অগাধ। নব্বই পার করেও নাতির জন্য দইমাছ রান্না করেছেন, সদর দরজায় বেল বাজলে পলকে দাড়িয়ে উঠেছেন দরজা খুলবেন বলে।

সংসারের হাজারো ঝক্কি সামলাতে গিয়ে মা মাথা গরম করছেন, তর্ক করছেন, যা আমরা হামেশাই করে থাকি, তা একটা বিরল দৃশ্য ছিল আমাদের পরিবারে। মা চুপ করে থাকতেন, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়তেন না।

কিন্তু কেবল মাত্র দুটি বিষয়ে মার এই সন্ন্যাসী সুলভ নিস্পৃহতা ভঙ্গ হতে দেখেছি। এক সন্ধেবেলায় টিভি দেখা ও নাতির প্রতি বাৎসল্যের ক্ষেত্রে।

সন্ধেবেলার দু একটা টিভি সিরিয়ালের প্রতি মার ছিল দুর্নীবার আকর্ষণ। সেসময় ভূমিকম্প হলেও বোধকরি মাকে টিভির সামনে থেকে সরানো যেত না। আর সেই সময় চোখের মণি নাতিরও টিভির উপর কোন দখলদারি সহ্য করতেন না। এমনকি নাতির এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছেলের কাছে জোর গলায় নালিশ জানাতেও দ্বিধা করতেন না।

আমার ছেলের প্রকৃত অর্থে জননী ছিলেন আমার শাশুড়ি। বাইরের মানুষজন মাকে ডাকতেন প্রীতি বা প্রীতিদি বলে আর ছেলেরা ডাকত মা বলে। আমার ছোট্ট ছেলে সব দেখে শুনে নিজের মত করে ঠাকুমাকে ডাকতে শুরু করে ছিল 'পিতিমা'বলে। আজীবন এই নামেই সে ডেকে এসেছে ঠাকুমাকে।

আমার অনভিজ্ঞ, অপটু হাতের শিশু পালনের উপর মার কোন আস্হা ছিল না বলে, নাতির দুগ্ধপানের সময় টুকু বাদে বাকি সব কাজের তত্ত্বাবধান মাই করতেন। ক্রমে নাতি ও ঠাকুমার সখ্য এমন গভীর হল ,যে ছয় সাত বছর বয়স পর্যন্ত কোন কারণে মধ্য রাতে ঘুম ভেঙে গেলে নাতি বালিশ মাথায় রওয়ানা হত ঠাকুমার কাছে শোবে বলে। আর ঠাকুমাও বিনা বাক্যে নিজের নাতিপ্রশস্ত খাটটিতে নাতি যাতে হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারে তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

ছোট বেলায় নাতির জ্বরজারি হলে মার সেবা ছিল দেখার মত। ঘন্টার পর ঘন্টা নাতিকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নি। ঠাট্টা করে কত সময় বলেছি, 'মা তুমি না পুলিশের লাঠি খেয়েছ, জেলে গেছ, তাহলে নাতির অসুখে অত বিচলিত হও কেন'? মা বলতেন' নিজের জীবনে যে ঝুঁকি নেওয়া যায়, প্রিয়জনের বেলায় তা করা যায় না'।

নাতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে মা কোন যুক্তি নিরপেক্ষতার ধার ধারতেন না। নাতি তখন বেশ বড়। ক্লাশ সেভেনে পড়ে। পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় নাতি ঠাকুমার কাছে খেদ প্রকাশ করায়, ঠাকুমা অবলীলায় ঘোষণা করলেন ,যে কঠিন প্রশ্ন করা অত্যন্ত অনায্য কাজ এবং মাষ্টার মশাইদের তা বোঝা উচিত। নাতি ঠাকুমার এই গভীর বন্ধুত্ব মার শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যথেষ্ট পরিণত বয়সে মা চলে গিয়েছেন (২০১৪)। কিন্তু রেখে গিয়েছেন এক অদ্ভুত প্রশান্তি ও নিস্পৃহতার রসে জারিত এক জীবনবোধ যা আত্মস্থ করা সহজ নয়। মা একজন সঙ্গীত শিল্পী, একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন ঠিকই। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ যা বড় দুর্লভ আজকের দিনে।